স্বাগতম

মোঃ রাহী মাহমুদ

খন্ডকালীন জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)

বাংলা-২ (২৫৭২১)

বাংলা ব্যাকরণ

"ব্যাকরণ" একটি সংস্কৃত শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা। কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে সেই ভাষার উপকরণ এবং উপাদানগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ভাষার অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানা যায়। ব্যাকরণ ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষা করে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে এবং তা প্রয়োগের রীতি সুত্রবদ্ধ করে। সুতরাং, ব্যাকরণকে ভাষার আইন বলা যায়।

যে শাস্ত্রের সাহায্যে ভাষার স্বরূপ ও গঠণপ্রকৃতি নির্ণয় করে সুবিন্যস্ত করা যায় এবং ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারা যায়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা ভাষারও নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, “যে শাস্ত্র জানলে বাংলাভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তার নাম বাংলা ব্যাকরণ। “

সব ভাষার ব্যাকরণের মতো বাংলা ব্যাকরণেও চারটি আলোচ্য বিষয় আছে। যেমন: ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntex) এবং অর্থতত্ত্ব (Semantics)

ভাষার প্রামাণ্য সংজ্ঞা

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, “মনুষ্যজাতি যে সব ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে ভাষা বলে।
- (i) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন।বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টি কে ভাষা বলে।”
- (i) ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, “মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে সমাজভুক্ত জনগণের বোধগম্য যে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি| উচ্চারণ করে সে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে।”
- (iv) ড. সুকুমার সেনের মতে, “মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বোধগম্য ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা।”

বাংলা ভাষার উদ্ভব:-

- বর্তমান পৃথিবীতে আড়াই হাজারের বেশি ভাষা চালু আছে। ভাষা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন হাজার পাঁচেক বছর আগে পৃথিবীতে।মোটামুটি ১১টি ভাষা বংশ ছিল। যেমন- ইন্দো-ইউরোপীয়, সেমীয়-নামীয়, বান্টু, তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু ইত্যাদি। এ ভাষাগুলো থেকেসময়ের ব্যবধানে হাজার হাজার ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। ভাষা হচ্ছে প্রবহমান নদীর মত। এটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতেরূপ পাল্টায়। ফলে একটি ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করে কয়েকটি ভাষার।।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগ বিভাগ

- ভাষাবিদগণের ধারণা খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর তথা আজ থেকে প্রায় ৭০০০ বছর পূর্বে ইন্দো ইউরোপিয়ান নামে একটি ভাষা চালু ছিল।পূর্বে ইন্ডিয়া, পশ্চিমে ইউরোপীয় এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্তমানে যত ভাষা চালু রয়েছে এর অধিকাংশই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে।এসেছে। বলা বাহুল্য ইন্দো-ইউরোপীয় নাম আধুনিককালের গবেষকদের দেয়া নাম।ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দুটি প্রধান শাখা ছিল কেন্তম ও শতম। এ শতম শাখা থেকে এসেছে হিন্দ আর্য ভাষা। আর হিন্দআর্য ভাষার একটি শাখা ভারতীয় আর্য। ভারতীয় আর্য থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মোটামুটি, সপ্তম খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে উদ্ভবহয়েছে বাংলা ভাষার

বাংলা সাহিত্যের যুগ:-

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে আদি নিদর্শন যা পাওয়া গিয়েছে তার নাম চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকা। এটি বৌদ্ধ সহজিয়াদেররচিত এক সাধন সংগীতের সংকলন গ্রন্থ। এতে ২৩ জন কবির ৫১টি গান বা কবিতা ছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, সবচেয়েপ্রাচীন চর্যার রচনাকাল সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ তথা ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ। তাহলে বাংলা ভাষার বয়স সাড়ে তের শত বছর। এ সময়কেভাষা ও সাহিত্যের লক্ষণ বিচারে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে -
- ১। প্রাচীন যুগ ঃ ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময়ের নিদর্শন প্রধানত চর্যাপদ
- ।২। মধ্যযুগ ও ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলি, দোভাষী পুথি, কবিগান ইত্যাদি মধ্যযুগের নিদর্শন
- ।৩। আধুনিক যুগ :- ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

- ভাষাকে বর্ণের মাধ¨মে লিখে প্রকাশ করলে তা হয় ভাষার লিখিত রূপ। ভাষার এই লিখিত বা লেখ¨ রূপকে দৃষ্টিগ্রাহ¨ রূপ বলা হয়। কারণ ভাষার লেখ¨ রূপ দৃষ্টিশক্তির সাহায¨ দেখা যায়। বইপত্র, দলিল-দস্ত্রাবেজ, পত্র-পত্রিকা সব কিছুই ভাষার দৃষ্টিগ্রাহ¨ রূপের উদাহরণ।

- ভাষার দুটি রূপ। যথা ঃ (১) মৌখিক রূপ, (২) লৈখিক রূপ।

- মৌখিক রূপ হচ্ছে মুখে উচ্চারিত ভাষা। মানুষ শুধু মুখের ভাষা আবিষ্কার করেই থেমে থাকেনি। মুখের ভাষাকে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন¨ আবিষ্কার করেছে লেখন প×তি। লেখন প×তিই সাহিত¨ সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করে। কারণ বলার ব¨াপারটি অস্থায়ী আর লেখার ব¨াপারটি হচ্ছে স্থায়ী।

- তাই হাতের লেখার কাজটি অত¨ন্ড় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- বাংলা ভাষায় ব¨বহৃত ধ্বনি দুই প্রকার। যথা ঃ (১) স্বরধ্বনি (২) ব¨ঞ্জন ধ্বনি।

- (১) **স্বরধ্বনি ঃ** যে ধ্বনিগুলো স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হয় এবং তার উচ্চারণের জন¨ অন¨ কোন ধ্বনির সাহায¨র প্রয়োজন হয় না, সেগুলোই হল স্বরধ্বনি বা (গমষণফ ওমলভচ)। যেমন− অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও ইত¨াদি।

- (২) **বঞ্জন ধ্বনি ঃ** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখ বিবরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্বরধ্বনির আশ্রয় প্রয়োজন হয় তাকে ব¨ঞ্জন ধ্বনি বা (উমভ্রমভটর্ভ ওমলভচ)বলে। যেমন− ক, খ, চ, ছ, ট, ত, প ইত¨াি

বাংলা বানানরীতি ও শব্দ প্রয়োগ

বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি

- বাংলা বানানের ইতিবৃত্ত :-
- বাংলা ভাষার প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ্ বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত 'চর্যাপদ। হাজার বছর আগে এটি রচিত হয়েছিল। এ দীর্ঘ সময় ধরেইবাংলা বানান নিয়ে মতভেদ, সমস্যা চলে আসছে। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লেখক গ্রন্থাদি লিখেছেন।

সে-সব গ্রন্থেবানানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের ভিন্নতা ছিল। বস্তুত উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত বাংলা বানানের নিয়ম বলতে কিছু ছিল না।তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত। তবে অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের বানানে ব্যাপকগরমিল দেখা দেয়। তা ছাড়া চলিত গদ্যরীতির প্রচলন শুরু হলে বানানের সমস্যা তীব্রতর হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলা বানানেরসমস্যাদি নিরসনকল্পে প্রথম উদ্যোগ নেয় বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ শতকের বিশের দশকে বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চলিতরীতির বানানের নিয়ম রচনা করেন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তা দেখে দেন।

প্রকারভেদ

উৎস বিচারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে প্রধানত পাঁচ প্রকার, যথা-

- ১। তৎসম শব্দ,
- ২। অর্ধ-তৎসম শব্দ,
- ৩। তদ্ভব শব্দ,
- ৪। দেশিশব্দ এবং
- ৫। বিদেশি শব্দ।
- এই পাঁচ প্রকার শব্দের মধ্যে কেবল তৎসম শব্দে কোথাও কোথাও মুধনয-ণ, ও মূর্ধন্য-ষ বসে। তৎসমশব্দে কোথায় কোথায় ণ ও ষ বসবে তা যথাক্রমে ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান থেকে জানা যায়।

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

- ণত্ব বিধান :-
- তৎসম শব্দে কোথায় কোথায় মূর্ধন্য-ণ বসবে যে বিধান থেকে তা জানা যায়, তাকে ণত্ব বিধান হবে। সেগুলো হচ্ছে
- ১। ঋ, র, ষ-এর কয়টি বর্ণের পর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন- ঋণ, বর্ণ, তণ, কৃষ্ণ, স্বর্ণ, ভাষণ ইত্যাদি।
- ২। ট বর্গ অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ-এর পূর্বের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায়। যেমন- বন্টন, ভণ্ড, দণ্ড, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।
- ৩। যদি ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরবর্ণ (অ আ ই ঈ উ উ এ ঐ ও ঔ), ক-বর্গ (ক খ গ ঘ ঙ), প-বর্গ (প ফ ব ভ ম); ষ, ব, হ, ২থাকে, তবে তার পরের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-তে পরিণত হয়। যেমন- কৃপণ, নির্বাণ, গ্রহণ, পরিবহণ ইত্যাদি।
- ৪। প্র, পরা পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের এবং 'অন্তর শব্দের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন- প্রণাম,পরিণাম, প্রকাশ ইত্যাদি।
- ৫। প্র, পরি ইত্যাদির পর 'নি উপসর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায়। যেমন- প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।
- ৬। কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। যেমন- লবণ, কণা, ফণা, মণি, বীণা, বাণী, কল্যাণ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দে 'ষ' ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।

- সেগুলো হলো
- ১। ঋ, র-এর পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- ঋষি, বর্ষা, কর্ষণ, বৃষ্টি, মহর্ষি ইত্যাদি।
- ২। ট, ঠ-এর আগে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- কষ্ট, কাষ্ঠ, নষ্ট, বিশিষ্ট ইত্যাদি।
- ৩। ই-কারান্ত উপসর্গ (অনু) ও উ-কারান্ত উপসর্গের (অতি, অভি, প্রতি) পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- অভিষেক, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠানইত্যাদি। সু উপসর্গের পরও ষ' হয়। যেমন- সুষম।
- ৪। অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি (ই ঈ উ উ এ ঐ ও ঔ) এবং ক ও র-এর পরের ষ-প্রত্যয়ে ‘স থাকলে তা মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমনমুমূর্ষ, চিকীর্ষা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।
- ৫। নিঃ, দুঃ, বহিঃ- এই শব্দগুলো পর ক, খ, প, ফ.থাকলে বিসর্গ স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- নিঃ + কাম > নিফকাম, দুঃ + কর> দুষ্কর ইত্যাদি।
- ৬। কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- আষাঢ়, আভাষ, ঈষৎ পাষাণ মানুষ, ভূষণ, ভাষা, উষা ।

- বাংলা বানানের নিয়ম কাকে বলে?

= বাংলা ভাষার বানানে বিশৃঙ্খলা নিরসনকল্পে বাংলা ব্যাকরণ ভিত্তিক যে নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকেবাংলা বানানের নিয়ম বলে।

কোন শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট?

- উত্তর তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট।

বাংলা বানান রীতি ও শব্দ প্রয়োগশব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দের সংজ্ঞা

- মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহার করে। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।
- অর্থাৎ, এক বা একাধিক ধ্বনি একত্র হয়ে কোন অর্থ প্রকাশ করলে তা শব্দ বলে পরিগণিত হয়।।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মতে, “অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।”সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে,সেই সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।” ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ/গঠন

- মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহার করে। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।অর্থাৎ, এক বা একাধিক ধ্বনি একত্র হয়ে কোন অর্থ প্রকাশ করলে তা শব্দ বলে পরিগণিত হয়।।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মতে, "অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।"সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে,সেই **সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।"** ।
- **শব্দের শ্রেণিবিভাগ/গঠন**
- গঠনের দিক থেকে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও গঠনের দিক থেকে বাংলা শব্দ দুই প্রকার, যথা
- (ক) মৌলিক শব্দ,
- (খ) সাধিত শব্দ।
- (ক) মৌলিক শব্দ ও যে-সব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, অর্থাৎ ভাঙা চলে না, ভাঙলে মূল অর্থ থাকে না, সে-সব শব্দকে মৌলিক শব্দবলে। যেমন- হাত, পা, মা, ফুল ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ

- মৌলিক শব্দের সাথে প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি যোগী যে-সব নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে সাধিত শব্দ বলে।
- সাধিত শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় বা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। যেমন- লাঠি + আল = লাঠিয়াল, হাত + পাখা = হাতপাখা ইত্যাদি।
- উৎপত্তির দিক থেকে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ :-
- উৎস বিচারে বাংলা শব্দ পাঁচ প্রকার, যথা-
- (ক) তৎসম,
- (খ) অর্ধতৎসম,
- (গ) তদ্ভব শব্দ,
- (ঘ) দেশি শব্দ,
- (ঙ) বিদেশি শব্দ।

- (ক) তৎসম শব্দ ও তৎসম অর্থাৎ তার সমান, অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যে-সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াবাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে, তাদেরকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন- চন্দ্র, সূর্য, কৃষ্ণ, হস্ত ইত্যাদি।
- (খ) অধ-ততসম :- যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় আসতে পথে কিছুটা বিকৃত হয়ে বা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায়।ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। এসব শব্দ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের পরিবর্তিত রূপ

গ) তদ্ভব শব্দ :- যে-সব তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষা হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দবলে। তদ্ভব শব্দ সংস্কৃত থেকে জাত

- ঘ) দেশি শব্দ ? এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে যে-সব শব্দ বাংলায় স্থান পেয়েছে, তাদেরকে দেশি শব্দ বলে ।।যেমন- কুলা, ধামা, পিঠা, ঝাল, খেলে, ডিঙ্গি ইত্যাদি।
- বিদেশি শব্দ :- যে-সব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, ও সেগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। যে-সব বিদেশি ভাষা হতে শব্দসংগ্রহ করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে আরবি, ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, হিন্দি, চীনা, জাপানি, বর্মি,ইংরেজি প্রভৃতি উল্লেখযাোগ্য

শব্দ কাকে বলে

এক বা একাধিক ধ্বনি একত্র হয়ে অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে।

- । মৌলিক শব্দ কাকে বলে?
- যে-সব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, অর্থাৎ ভাঙা চলে না, ভাঙলে অর্থ থাকে না, সে-সব শব্দকে মৌলিকশব্দ বলে।
- সাধিত শব্দ কাকে বলে?
- শব্দের সাথে প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি যা◌েগে যে-সব নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে সাধিত শব্দ বলে।
- । তৎসম শব্দ কাকে বলে?
- যে-সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কোনা প্রকার পরিবর্তন ছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে তাদেরকেতৎসম শব্দ বলে।
- । অর্ধ-তৎসম শব্দ কাকে বলে?
- যে-সব শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় আসতে পথে কিছুটা বিকৃত হয়ে বা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে অর্ধ-তৎসম শব্দ
- । তদ্ভব শব্দ কাকে বলে?
- যে-সব তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেছে সে-সব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে।
- । দেশি শব্দ কাকে বলে?
- উত্তর এ এদেশের আদিম অধিবাসী আর্যদের ভাষা থেকে যে-সব শব্দ বাংলায় স্থান পেয়েছে, তাদেরকে দেশি শব্দ বলে।২.২.৮। মিশ্র শব্দ কাকে বলে?(উততর] দেশি ও বিদেশি শব্দের মিশ্রণে যে নতুন ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে মিশ্র শব্দ বলে।
- । পারিভাষিক শব্দ কাকে বলে?(উর) বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।

বাক্য প্রকরণ ও গঠনরীতি

বাক্যের সংজ্ঞা

- এক বা একাধিক শব্দ মনের একটিমাত্র পূর্ণভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে।
- যেমন বস।আমি যাচ্ছি।সে আগামীকাল আসবে।উপরের প্রথম বাক্যে একটিমাত্র শব্দ এবং পরেরটিতে দুটি আর শেষের টিতে তিনটি শব্দ রয়েছে। বৃহৎ আকারের বাক্যে অনেক শব্দথাকবে।
- **বাক্যের গঠন ওবাক্যের গঠন নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর**
- ১। পদের রূপ ও পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়,
- ২। পদসমূহের রীতিসিদ্ধ বিন্যাস।যদি বলা হয়, পরে তুমি এতদিন কেন এলে?' এ রকম বললে বাক্য হবে না।
- কেননা এক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম পালিত হয় নি। অনেকগুলো পদ মিলে বাক্য গঠিত হয় বটে, তবে পদের সংখ্যা নিয়ে কোনা সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, পদের সংখ্যা কম বা বেশি উভষইহতে পারে। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হতে যতটা পদ ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজনপ্রয়োজন, ততটাই ব্যবহার করতে হবে।এক্ষেত্রে পদ বা বাহুল্য পদের ব্যবহার বর্জন করতে হবে।

প্রকারভেদ

- পাঁচ প্রকার পদের
- (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া)
- সব পদই যে একই বাক্যে ব্যবহৃত হতে হবে আবার ব্যবহৃত হবে না তেমনও নয়। তবে সব বাক্যেই ক্রিয়াপদ থাকতে হবে। ক্রিয়াপদ ছাড়া কোন বাক্য হবে না। বাক্যের।গঠনে ক্রিয়াপদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যপদ না থাকলেও কেবল একটি ক্রিয়াপদ দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হতে পারে , পড়, খাও ইত্যাদি।তবে কখনও কখনও বাক্যে ক্রিয়াপদ

সার্থক বাক্যের গুণ বা আদর্শ ও একটি সার্থক বাক্যের নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন-

- ১। আকাঙ্ক্ষা ও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে যতগুলো পদের ব্যবহার প্রয়োজন, তার চেয়ে যদি বাক্যে কম পদ ব্যবহৃত হয়, তবেউক্ত পদ শোনার ইচ্ছা থেকে যায়। এ ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যদি কোন উক্তিতে এমন আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায়, তবে তাবাক্য হবে না। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বুঝার জন্য যদি কোন পদ আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে বাক্য সার্থক হবে না।

যোগ্যতা

- বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো অর্থগত ও ভাবগত সাদৃশ্য ঘটলে তাকে যোগ্যতা বলে । যোগ্যতা হচ্ছে সঙ্গত অর্থ বুঝানা‍ের৩। যেক্ষমতা। বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো যে ভাব প্রকাশ করবে তার বস্তুগত সত্যতা না মিললে সার্থক বাক্য হবে না।
- আসত্তি
- বাক্যে ব্যবহৃত পদসমষ্টি পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট বা সংস্থাপনকে আসত্তি বলে। আসিবাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস।অর্থাৎ আসক্তি হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো ব্যাকরণসম্মত অবস্থান। আসক্তির অভাব ঘটলে সার্থক বাক্য হবে না।

Thank you for watching

Have a good day